হবিগঞ্জে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৬ গ্রামের প্রায় ১০ হাজার লোকের তিন ঘন্টা সংঘর্ষে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জিল্লুর রহমান, সদর উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি ও ১২ পুলিশসহ শতাধিক লোক আহত হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ১৫ শতাধিক রাউন্ড রাবার বুলেট, শটগান ও শতাধিক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস শেল নিক্ষেপ করে। এলাকাবাসী জানান, রাবার বুলেটে অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত টানা ৩ ঘন্টা সংঘর্ষ চলাকালে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। এ সময় মহাসড়কের উভয় পাশে বিপুল সংখ্যক যানবাহন আটকা পড়ে। জানা যায়, গত ২৯ আগস্ট শায়েস্তাগঞ্জ-দেউন্দী রোডের শানখলা নামক স্থানে যাত্রী উঠানামা নিয়ে একটি বিস্কুট কোম্পানির এজেন্ট ও ডাকসু নামের একটি স্থানীয় পরিবহন সংগঠনের শ্রমিকদের মধ্যে ঝগড়া হয়। এরই জের ধরে সকালে একপক্ষে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার তালুগড়াই, বিরামচর, মহলুলসুনাম, জগন্নাথপুর, শ্যামপুর, বড়চর, নিজগাঁও এবং ডাকসু পরিবহনের পক্ষে নিশাপট, করকরহাটি, ঢাকীজাঙ্গাল, মড়রা ও কাজীরগাঁও গ্রামবাসী দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মহাসড়কে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। হবিগঞ্জ, চুনারুঘাট ও শায়েস্তাগঞ্জসহ পাঁচটি থানার কয়েক প্লাটুন পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হলে র‌্যাব ও দাঙ্গা পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, সংঘর্ষ চলাকালে তার গাড়ি ভাংচুর হওয়া ছাড়াও তিনি নিজেসহ ১২ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে। এছাড়া দিগন্ত টেলিভিশনের জেলা প্রতিনিধির মোটর সাইকেল ভাংচুর করা হয়। আহতদেরকে হবিগঞ্জ সদর আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করার পর কয়েকজনকে সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গ্রেফতার এড়াতে অনেকেই চিকিৎসা নিয়ে হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেছে। বিরোধপূর্ণ এলাকায় পুলিশ টহল জোরদার করা হয়েছে।

কমলগঞ্জে আদালতের নির্দেশ অমান্য করে জায়গা বিক্রির অভিযোগ

মৌলভীবাজার যুগ্ম জেলা ২য় জজ আদালতের নির্দেশ অমান্য করে কমলগঞ্জে জায়গা বিক্রি করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জনা যায়, ভাদাইরদেউল মৌজার জে.এল.নং ৪১, খতিয়ান নং ৩৫৩, দাগ নং ৮৫৫ এর ৩০ শতক জায়গা হইতে ১৫ শতক জায়গা ভাদাইরদেউল গ্রামের উসমান গনি ৫৬১৩ নং দলিল মুলে ছমিরুন নেছার নিকট হইতে ক্রয় করেন। এছাড়া বাকী ১৫ শতক জায়গা থেকে ৫৬১৭ নং দলিল মুলে ছমিরুননেছা ১১ শতক জায়গা ৩/১১/৮০ সালে তার ভাই মবশ্বির আলী, মছব্বির আলী, বোন নেছারুন বিবি, জহিরুন বেগম, ছুরতুন নেছাকে দান করে দেন। অবশিষ্ট ৪ শতক জায়গা ১৫/২/৮৩ সালে ১০৫৩ নং দলিল মুলে ছায়ারুন নেছার নিকট বিক্রি করেন। ৩টি দলিলের মাধ্যমে ৩০ শতক জায়গা থেকে ছমিরুন নেছার স্বত্ত্ব শেষ যায়। কিন্তু সম্প্রতি ছমিরুন নেছার মেয়ে ফুল বানু, রেজিয়া, হাজেরা ও ছেলে ছমেদ মিয়া নিয়ম বহির্ভূত ভাবে আগের ৩টি দলিলের কথা গোপন রেখে কমলগঞ্জ ভুমি অফিস থেকে ১৮ শতক জায়গার খারিজ আদায় করে বিক্রির পায়তারা শুরু করেন। এমতাবস্থায় জায়গার বৈধ মালিকগনের পক্ষে ছুরতুননেছা দলিল সম্পাদন না হওয়ার জন্য কমলগঞ্জ সাব রেজিষ্টি অফিস, মৌলভীবাজারের জেলা প্রসাশক, জেলা রেজিস্টার সহ বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত আবেদন করেন। এছাড়া মৌলভীবাজার আদালতে সমুহ জায়গা নিয়ে ৪৫/০৯ নং স্বত্ব আপীল মামলা থাকায় যুগ্ম জেলা ২য় জজ আদালত থেকে গত ৩১ আগষ্ট আপত্তি দাখিল ও শুনানী কালতক নালিশা ভুমি সম্পর্কে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য ছমেদ মিয়া, ফুলবানু, হাজেরা, রেজিয়া গংদেরকে নির্দের্শ দেন এবং বিবাদী গনের বিরুদ্ধে কেন অন্তবর্তীকালীন অস্থায়ী নিষেধাঘার আদেশ প্রদান করা হইবে না নোটিশ প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে কারন দর্শাতে বলা হয়। কিন্তু তারা আদালতের নির্দেশ অমান্য করে ৩১ আগষ্ট বিকাল ৫ টায় ভানুগাছ সাবরেজিষ্টি অফিসে ৮৫৫ দাগের ৮ শতক জায়গা বিক্রি করেন। ছুরতুননেছা অভিযোগ করে বলেন, দলিল সম্পাদন করা কালীন সময়ে তিনি সাবরেজিষ্ট্রারকে আদালতের নির্দেশ দেখালে তিনি তাদেরকে বলেন, আদালত আমাকে কোন নির্দেশ দেয়নি।

তাই আমি দলিল সম্পাদন বন্ধ রাখতে পারি না। তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, গত ১৭ আগষ্ট কমলগঞ্জ সাব রেজিষ্টি অফিসে দলিল সম্পাদন না করার জন্য আবেদন করলে সাব রেজিষ্টার উভয় পক্ষের শোনানী নিয়ে বলেছিলেন যে, আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকার কারনে এখন দলিল সম্পাদন হবে না। কিন্তু বর্তমানে তিনিই আবার বড় অংকের উৎকোচের বিনিময়ে প্রভাবশালী মহলের সহযোগীতায় সম্পূর্ন অন্যায় ভাবে দলিল সম্পাদন করেছেন।

সিলেটে অর্থমন্ত্রী- যানজট নিরসনে নগরীতে ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হবে

যানজট নিরসন ও সৌন্দর্য বর্ধনে ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ শিগগিরই শুরু হচ্ছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসন এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় শেষে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

অর্থমন্ত্রী বলেন, সিলেট নগরীর উন্নয়নে ৯শ’ কোটি টাকার মহাপরিকলনা নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত এ পরিকলনায় নগরীতে দু'টি ফ্লাইওভার, বাইপাস সড়ক নির্মাণ ও সুরমা নদী খনন করা হবে। এছাড়া নির্মাণাধীন সুরমা সেতুর (কাজিরবাজার) কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা হচ্ছে। ওই সেতু নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে ৯৫ কোটি টাকা। ফ্লাইওভার দুটির মধ্যে একটি নগরীর কাজিরবাজার থেকে কোর্ট পয়েন্ট হয়ে বন্দরবাজার, চৌহাট্টা, আম্বরখানায় গিয়ে শেষ হবে। অপর ফ্লাইওভারটি নগরীর শাহজালাল ব্রিজ থেকে চৌহাট্টা হয়ে সুনামগঞ্জ রোডে গিয়ে শেষ হবে। এ সকল প্রকল বাস্তবায়ন হলে সিলেটের যানজট নিরসন ও নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি পাবে বলে অর্থমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। অর্থমন্ত্রী আরো বলেন, আগামী ৬ মাসের মধ্যে এসব প্রকলের কাজ শুরু হবে।

অর্থমন্ত্রীর বাস ভবন নগরীর হাফিজ কমপেন্ডে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় সিলেটের জেলা প্রশাসক আবু সৈয়দ মুহাম্মদ হাশিম, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম, সড়ক ও জনপথ বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী আলী আহমদ চৌধুরী, জেলা আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুজ জহির চৌধুরী সুফিয়ান, জেলা আওয়ামীলীগ নেতা নাসির উদ্দিন খান এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের ব্রিফিং শেষে অর্থমন্ত্রী পরিকলনাধীন ফ্লাইওভারের কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করেন।

সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ ইফতার মাহফিল: অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বৃহস্পতিবার বিকেলে নগরীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে সিলেট সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন। ইফতার মাহফিল পূর্ব এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী তার নির্বাচনী এলাকার জনগণকে আশ্বস্ত করে বলেন- ইতিমধ্যে উন্নয়ন কার্যক্রম অনেকটা শুরু হয়েছে। কিছু প্রকলের কাজ চলছে। নতুন নতুন অনেক প্রকল হাতে নেওয়া হয়েছে। বর্ষা মৌসুম প্রায় শেষ হবার পথে। আগামী শুকনো মৌসুমে এ অঞ্চলে উন্নয়ন কার্যক্রম আরো গতিশীল হবে। মন্ত্রী বলেন- রমজান মাস মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের জন্য একটি পবিত্র মাস। এ মাসে ইফতার মাহফিল পুনর্মিলনীর একটি সুযোগ। রমজান শেষে ঈদের আনন্দ উৎসব সবাই মিলে যাতে ভাগাভাগি করা যায় সেজন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারা দেশে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার জনসাধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট আসনের এমপিদেরকে ৬শ’ শাড়ী ও ২শ’ লুঙ্গি বরাদ্দ দিয়েছেন। দুস্থ মানুষের মধ্যে এসব সাহায্য যথাযথভাবে বণ্টন ও সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সহযোগিতা করতে তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতি আহবান জানান।

সিলেট সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মফিজুর রহমান বাদশার সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আফসর আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত মাহফিলে নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ, সিলেট-২ আসনের সংসদ সদস্য শফিকুর রহমান চৌধুরী, সিলেট ৩ আসনের সংসদ সদস্য মাহমুদ-উস সামাদ চৌধুরী কয়েস, সৈয়দা জেবুন্নেসা হক এমপি, জেলা আওয়ামী লীগের ভাপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুজ জহির চৌধুরী সুফিয়ান, সাধারণ সম্পাদক ইফতেখার হোসেন শামীম প্রমুখ। মাহফিলে সিলেট সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যক দায়িত্বশীল নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

চুনারুঘাটে সমাজ কল্যাণমন্ত্রী-পুলিশের জনবল ও যানবাহন বাড়ানো হচ্ছে

সমাজ কল্যাণমন্ত্রী এনামুল হক মোস্তফা শহীদ বলেছেন- পুলিশের জনবল বাড়ানোসহ তাদের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও যানবাহন বাড়ানো হচ্ছে। ইতোমধ্যে পুলিশে রদবদল শুরু হয়েছে এবং যানবাহন ও জনবল বাড়ানোর বিষয়গুলো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পুলিশের সংকট দূরীকরণে কনস্টেবল ও এসআই নিয়োগ শুরু হয়েছে।তিনি গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলা সভাকক্ষে আইন শৃঙ্খলা ও মাসিক উন্নয়ন সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। আগামী ঈদ পর্যন্ত উপজেলার আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য তিনি পুলিশের টহল বাড়ানোর নির্দেশ দেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল কাদির লস্কর, মন্ত্রীর পিএস মনিন্দ্র কিশোর মজুমদার, পিপি আকবর হোসেন জিতু, ভাইস চেয়ারম্যান জামাল উদ্দিন কাউসার ও আবিদা খাতুন।

এতে বক্তব্য রাখেন চেয়ারম্যান আবু তাহের, সৈয়দ লিয়াকত হাসান, আব্দুল লতিব, আব্দুল রশিদ, আইয়ুব আলী, নুরুল মোমিন চৌধুরী, ফিরোজ আহমদ, ওসি ফারুক আহমদ খান, সৈয়দ মোতাব্বির আলী, উপজেলা প্রকৌশলী ফজলুল হক প্রমুখ। সভায় উপজেলার সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা, মুক্তিযোদ্ধা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।